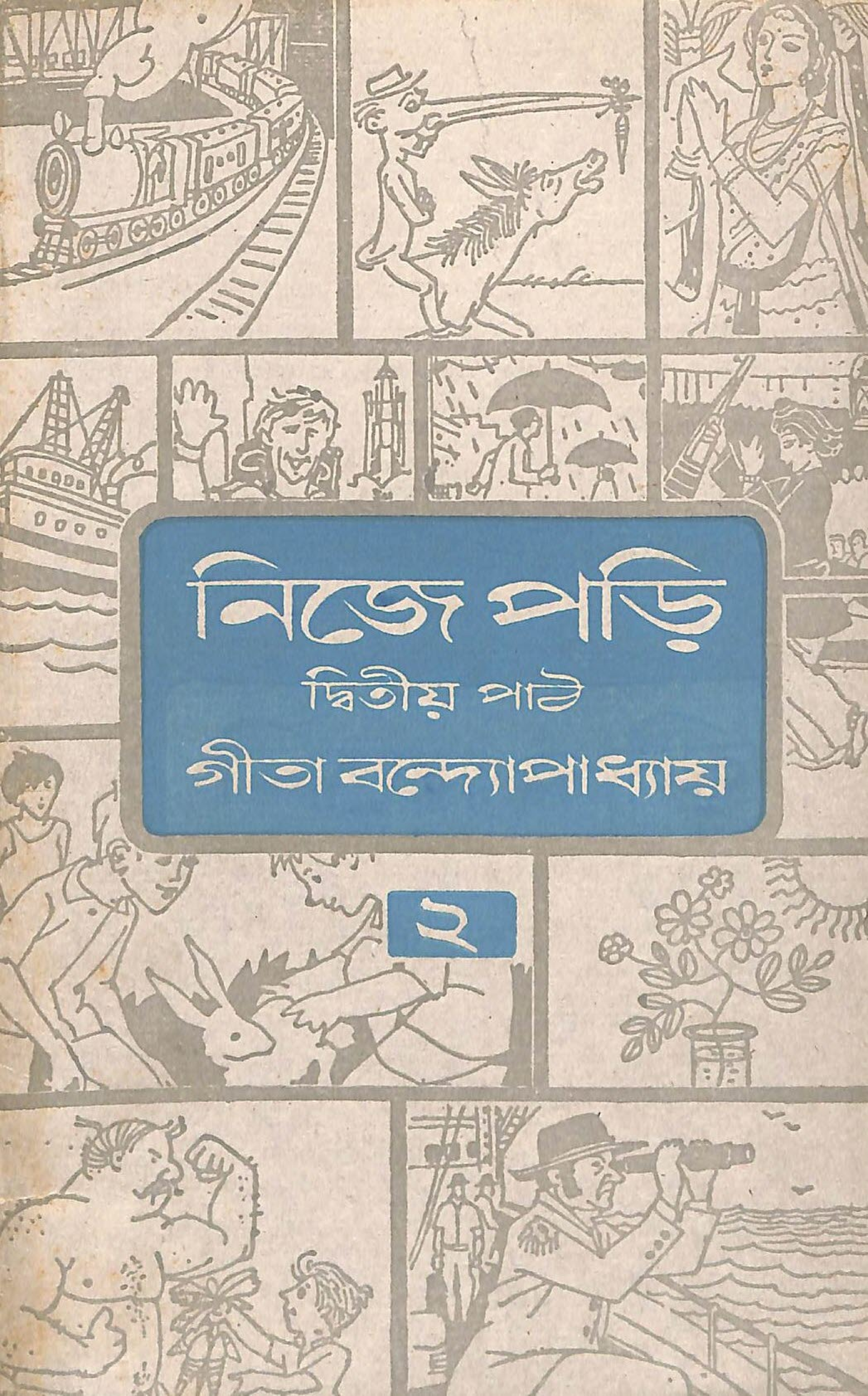


নিজে পড়ি

দ্বিতীয় পাঠ

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

২

কিছু কথা

এই বইটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

এর পূর্ববর্তী 'প্রথম পাঠে' ছাত্রছাত্রীরা বাংলাভাষার বর্ণগুলো, যুক্তাক্ষরবর্জিত বানান, বাক্য রচনা এবং রচনা করতে শিখেছে। প্রথম পাঠে লেখা, পড়া, রচনা, বিন্যাস, বাচনভঙ্গি এবং প্রকাশ করতে পারার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠে ঝোঁক পড়েছে বানানের উপর। বাংলাভাষার যে নিজস্বতা, তা যাতে ছেলেমেয়েদের কাছে ভালভাবে ধরা পড়ে সেই উদ্দেশ্যেই বানান সাজানোর ব্যাপারে একটি সুষ্ঠু পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাভাষার বানান এবং উচ্চারণের ভার 'দ্বিতীয় পাঠে'র। সাত বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা কঠিন বানানের গণ্ডি পেরুবার জন্য যে মনোযোগ দিতে পারে, অর্থবোধের ক্ষেত্রে সব সময় তা পারে না।

যুক্তাক্ষরে তৈরি শব্দগুলো তাই প্রকৃতপক্ষে এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের রচনায় ব্যবহার করা সম্ভব নয়। শব্দের অর্থ শেখার ব্যাপারেও তাই কোনোরকম কড়াকড়ি করা উচিত নয়।

এই বইতে ছড়া ও রচনাগুলো যথাসম্ভব আধুনিক শিশুর মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে রচনা করার চেষ্টা হয়েছে।

বইতে ব্যবহৃত ছড়াগুলির কোনো কোনোটি রচনায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঋণ স্বীকার করি। বইটিতে ছবি এঁকেছেন সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজে পড়ি

২

দ্বিতীয় পাঠ

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরিয়েন্ট লংম্যান

'বাঃ বাঃ! আমারও ভাল নাম রেফ দিয়ে হলে ভাল হয়।' বলে পুপুয়া হাততালি দিয়ে উঠল।

অর্ক ওরফে পটল, গর্ব-ভরা গলায় বলল, 'বেশ তো। আমি নাম ঠিক করে দেব। বেছে নে। দুর্গা, পূর্বা, ঝর্না, দূর্বা, বর্ষা।'

'না, না। বর্ষা নাম চলবে না। খুব কাদা হয়।' বলে গটগট করে চলে যেতে যেতে পুপুয়া থামল। একটু হেসে বলে, 'আমি বাবা, তার চাইতে পুপুরানীই থাকব। বানানটা সোজা।'

বাবুরাম, পটল আর পুপুরানী খুব একচোট হাসল।

হাসতে হাসতে বাবুরাম ছড়া কাটল—

শার্দূল আছে বনে
সর্পেরা গর্তে
কার্নিশে বসে কাক
পারবে না ধরতে।'

অনুশীলনী

একরকম কথা মিলিয়ে মিলিয়ে লেখ: (যেমন—ঝর্না, ধর্না।)

১। তর্ক —। ২। বর্ষ —। ৩। ঘূর্ণি —। ৪। বর্ণ —। ৫। সর্প —।

বানান শেখো :

তর্ক অর্ক মূর্খ
অর্থ পার্থ কর্দম
দুর্গ দুর্গা মুর্গি
সর্দার নির্দয় নির্ধন
দীর্ঘ নির্জন নির্ঝর
বর্ধমান দুর্নাম ঝর্না
বর্ণ কর্ণ ঘূর্ণি চূর্ণি
সর্প দর্প পর্ব কর্পূর

সর্ব পর্ব দুর্বল দূর্বা নির্ভয়
দুর্লভ নির্লোভ অকর্মা পার্শী
আদর্শ বর্ষ বর্ষা হর্ষ কর্ষণ
সর্ষে গর্হিত

জবাব দাও :

১। বাবুরাম রেফ-এর কথায় কী বলেছিল ?
২। পুপুয়ার জন্যে পটল কী কী নাম বেছেছিল ?
৩। পুপুয়ার নিজের জন্যে কোন্ নামটি ভাল লাগত ?

বাবুরাম যে ছড়াটি বলল সেটি মনে ক'রে বলো।

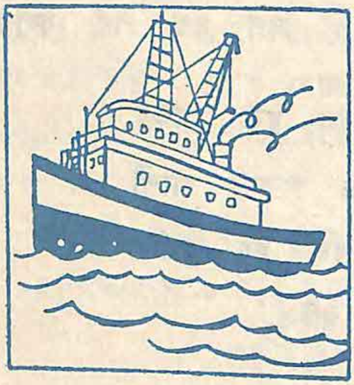
দ্রষ্টব্য : ড়্ যোগ করে হয়—খড়্গা। উচ্চারণ এক ধরনের হলেও এর সঙ্গে রেফ-এর সম্পর্ক নেই।

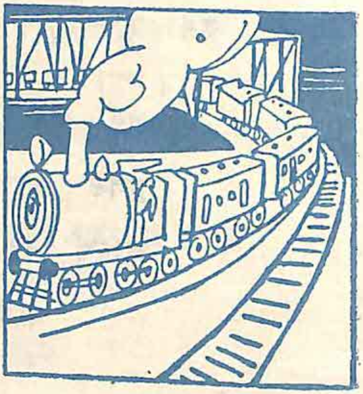
খড়কে বড়শি পড়শী পড়তা ইত্যাদির উচ্চারণ একই রকম।

দরজা আরশি দরগা ইত্যাদিতেও রেফ লাগে না।

এখানে র্-এর সঙ্গে ড়্-এর উচ্চারণের তফাত দেখিয়ে দিলে ভাল হয়।

র





বকের মত গলা বাড়িয়ে
জাহাজে ঐ ক্রেন,
ব্রিজ পেরিয়ে কু-ঝিক-ঝিক
চলছে দেখ ট্রেন।

ক্ + র = ক্র
গ্ + র = গ্র
ঘ্ + র = ঘ্র
জ্ + র = জ্র
ত্ + র = ত্র
দ্ + র = দ্র
ধ্ + র = ধ্র

প্ + র = প্র
ভ্ + র = ভ্র
ম্ + র = ম্র
ব্ + র = ব্র
হ্ + র = হ্র
শ্ + র = শ্র
স্ + র = স্র

হাসানরা ট্রেনে করে ভ্রমণে যাবে ঠিক হল। ওর বাবার প্রিয় জায়গা আগ্রা। ওর মা বলেন, 'আহা, চাঁদের আলোয় তাজমহল যেন শুভ্র ফুলের প্রাসাদ।'

প্রথম রাত্রে চাঁদে গ্রহণ লেগেছিল বলে ঠিক জমেনি। হাসান, ওর ভাই ইব্রাহিম আর বোন রাবেয়া হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজের ধারে পৌঁছে দেখে সেখানে সাইমন আর ডরোথি। ওদের মা-বাবাও ছিলেন।

ওদের দেখে খুশিতে হাসানের প্রাণমন জুড়িয়ে গেল। অঘ্রান মাস। পাশেই সেই অপূর্ব আম্র-কানন। নিচে স্রোতের টানে নদীতে চাঁদ যেন টুকরো হয়ে বয়ে চলেছে। এক পাদ্রী সাহেব চলেছেন গ্রামের দিকে। মুখ তুলে মাঝে মাঝে আকাশ দেখছেন। ধ্রুবতারা খুঁজছেন কি?

রাবেয়া অবাক হয়ে সব কিছু দেখছিল! খুশি-ভরা গলায় বলে উঠল—'দেখ, দেখ কী বাহার!'

তখন ওদের আলাপ হল। সাইমনের বাবা বললেন, 'এই কারণে ভ্রমণ আমার এত প্রিয়। কত রকমের মানুষের দেখা মেলে। প্রীতি ভালবাসায় প্রাণটা ভরে ওঠে। তাই তো প্রায়ই বেরিয়ে পড়ি।'

অনুশীলনী

বানান শিখে শ্রুতলিপি লেখ:

বিক্রি	ক্রিম	ক্রিকেট	প্রাণ	প্রায়	প্রাণী
গ্রাম	আগ্রা	গ্রহণ	প্রিয়	ভ্রম	শুভ্র
ঘ্রাণ	অঘ্রাণ	যত্র	ভ্রমণ	আম্র	তাম্র

ট্রেন পাত্র ত্রিপুরা নম্র ব্রত বজ্র ব্রিজ
ছাত্রী নিদ্রা পাদ্রী শ্রী আশ্রয় শ্রাবণ
প্রীতি ধ্রুব ত্রুটি স্রোত সহস্র হ্রদ হ্রাস

জবাব দাও :

১। হাসানের বাবার প্রিয় জায়গার নাম কী ?
২। হাসানের মা তাজমহল দেখে কী বলেছিলেন ?
৩। সাইমনদের সঙ্গে হাসানদের কোথায় দেখা হল ?
৪। ক্রিকেট খেলা তোমার ভাল লাগে ?
তুমি খেলো ? কোথায় ?
৫। তোমাদের শ্রেণীতে কতজন ছাত্রছাত্রী ?
৬। প্রাণী কাকে বলে ?
৭। তোমার প্রিয় ফুল কী ?
৮। তুমি আইসক্রিম খাও ?
৯। গ্রামের জীবন তোমার কেমন লাগে ?
১০। ট্রেনে করে অনেক দূর গিয়েছ কখনও ?

য



ক্ + য = ক্য

গ্ + য = গ্য

জ্ + য = জ্য

ত্ + য = ত্য

দ্ + য = দ্য

ন্ + য = ন্য

প্ + য = প্য

ব্ + য = ব্য

ভ্ + য = ভ্য

শ্ + য = শ্য

স্ + য = স্য

হ্ + য = হ্য

বিদ্যাসাগরের এত গুণ ছিল যে, তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁর যেমন ছিল দয়ামায়া, তেমন ছিল তাঁর অগাধ বিদ্যা। এই বিদ্যার জোরে তিনি বাংলা ভাষার 'বর্ণপরিচয়' রচনা করেছিলেন।

পড়াতে পড়াতে দিদিভাই বাবুরামকে বলল, 'বিদ্যাসাগর গুণীমানুষ ছিলেন বলেই তিনি এত রকম লেখাপড়ার কাজ করতে পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগরকে "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর" বলে কেন বলো তো?'

বাবু ঘাড় কাৎ করে একটু ভেবে বলল, 'বিদ্যাসাগরের দয়াও ছিল সমুদ্রের মত আর তাঁর বিদ্যাও ছিল সমুদ্রের মত। আমি বিদ্যাসাগরের মত হব।'

দিদিভাই হাসল। তারপর বলল, 'অবশ্যই হবি! তবে আমাদের বিদ্যাসাগরই চিরদিন বাংলা ভাষার সেরা গুরু হয়ে থাকবেন।'

এবার পটল বাবুরামের পিঠ চাপড়ে বলে উঠল, 'এর হবে অন্য উপাধি। লোকে বলবে—বিদ্যার জাহাজ।'

দাদাভাই সব কিছুর ওপর ফোরন কেটে বলল, 'ভালো ক'রে পড়াশুনো কর্। বলা যায় না। তুই হয়ত চাঁদে যাবার নতুন পথই বার করে বসবি। তখন পটলের কী দশা হবে তাই ভাবছি।'

পুপুরানী নাচতে নাচতে গান গাইতে গাইতে এসে হাজির—'মেয়েরাও বিদ্যাসাগর হতে পারে।'

ক্যাপটেন শুয়ে প'ড়ে
ধরে ফেলে ক্যাচ—
হিপ্ হিপ্ হুর রে
জিতে গেছি ম্যাচ।

অনুশীলনী

বানান শিখে শ্রুতলিপি লেখ :

ঐক্য বাক্য ভাগ্য রাজ্য সত্য অন্য রৌপ্য কাব্য অবশ্য
তথ্য শস্য সহ্য ক্যাচ গ্যাস ত্যাগ ন্যায্য প্যাকেট
ব্যাং হ্যাংলা আখ্যান উদ্যান অভ্যাস পাঠ্যবই বাল্যকাল

জবাব দাও :

১। বিদ্যাসাগরকে 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর' বলা হয় কেন ?

২। পটল বাবুরামকে কী উপাধি দেবে বলল ?

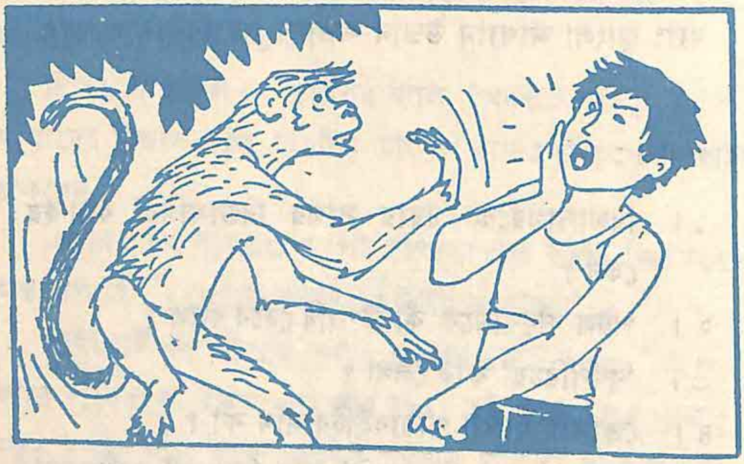
৩। 'বর্ণপরিচয়' কার লেখা ?

৪। তোমার বাংলা পাঠ্যবইটির নাম কী ?

৫। 'অন্য', 'ব্যাং', 'প্যাকেট' আর 'হ্যাংলা' কথাগুলো দিয়ে মুখে মুখে বাক্যরচনা কর।

৬। ছড়াটি মনে করে বল।

দু-বর্ণের জোট : ১



ক্ + ক = ক্ক	জ্ + জ = জ্জ
চ্ + চ = চ্চ	ড্ + ড = ড্ড
ট্ + ট = ট্ট	ণ্ + ণ = ণ্ণ
ত্ + ত = ত্ত	দ্ + দ = দ্দ
প্ + প = প্প	ন্ + ন = ন্ন
ল্ + ল = ল্ল	ব্ + ব = ব্ব

ম্ + ম = ম্ম

বাপ্পা সেদিন ঠাট্টা করে আলাউদ্দিনকে বলেছিল, 'তুই একটা মহা আড্ডাবাজ।' কথাটা শুনে আলাউদ্দিন খাপ্পা হয়ে দাদাভাইকে ডেকে নিয়ে বলেছিল, 'শুনলে তো? এখন আমি যদি ওকে ধাপ্পাবাজ বলি?' দাদাভাই তাতে বলেছিল, 'ওসব কথায় পাত্তা দিও না।'

ওরা শহরতলীতে থাকে। তখন চচ্চড়ে দুপুর। বাড়িতে গাছপালা, পশুপাখি আছে। বাবুরামদের বাড়ি কাছেই। ওদের হনুমানটা না-হনুমান, না-মানুষ বলেই মা-মণি ওর নাম দিয়েছেন হনুমানুষ। সে ছিল গাছে বসে। সেখান থেকে বাপ্পাকে মুখ ভ্যাংচাতে দেখে ওর বোধ হয় খুব রাগ হল।

কাউকে তোয়াক্কা না করে হনুমানুষ 'উক্কু-উক্কু' আওয়াজ তুলে গাছ থেকে তরতর করে নেমে এল। তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে বাপ্পাকে টেনে লাগাল এক থাপ্পড়। লাফিয়ে দু'হাতে একটা ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে হনুমানুষ এবার জোড়া পায়ে বাপ্পাকে এক ধাক্কায় ফেলে দিল। সকলে হল্লা করে উঠতেই হনুমানুষ তিনলাফে গাছের মগডালে পৌঁছে গা চুলকোতে লাগল। যেন কিছুই হয় নি।

আলাউদ্দিনের মা হাঁকলেন, 'এসব কী ধরনের বাঁদরামি হচ্ছে, শুনি?'

বাপ্পা গালে হাত বুলোতে বুলোতে এবার সত্যিই হেসে ফেলল। বলল, 'বাব্বা! দোষ আমারই। হনুমান গাছে বসে থাকলে আর কখনও কাউকে আড্ডাবাজ বলব না, মুখও ভ্যাংচাব না।'

এ কথা শুনে সব্বাই হেসে উঠল। আর হনুমানুষ? সে এবার মুখ ভ্যাংচাতে লাগল।

—

পৌঁছুল তার টক্কাটরে
টক্কা টরে টক্কা
মোল্লাসাহেব জম্মু থেকে
পৌঁছে গেছেন মক্কা।

অনুশীলনী

বানান শিখে শ্রুতলিপি লেখ :

ধাক্কা মক্কা একা ফক্কা
ছক্কা ঝক্কি হুক্কা ফক্কড়
বাচ্চা সাচ্চা উচ্চ চচ্চড়ি
ঠাট্টা ভুট্টা ছোট্ট পট্টি
উত্তম পাত্তা উত্তর পিত্ত
টপ্পা ধাপ্পা চপ্পল খপ্পর

লজ্জা দজ্জাল
সজ্জা রজ্জু
আড্ডা বড্ড
ক্ষুণ্ণ বিষণ্ণ
অন্ন ভিন্ন
আলাউদ্দিন
আব্বাস

আম্মা জম্মু সম্মান
আল্লা ভাল্লুক
আলখাল্লা

উত্তর দাও :

১। আলাউদ্দিন বাপ্পার ওপর খাপ্পা হল কেন ?

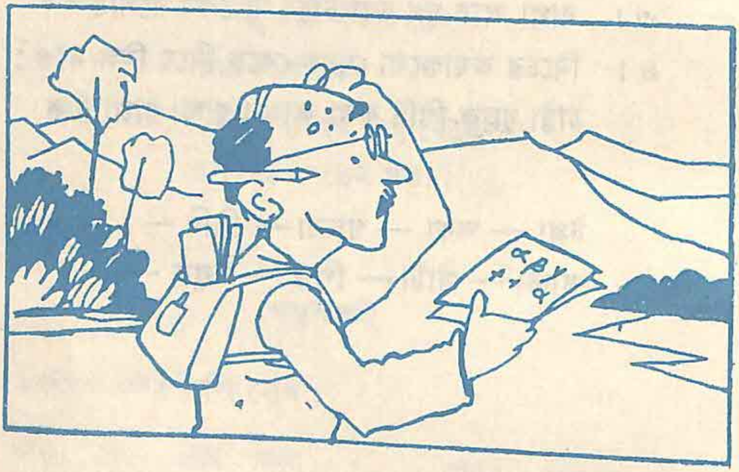
২। 'উক্কু-উক্কু' করে ডেকে কে বাপ্পাকে থাপ্পড় মেরেছিল ?

৩। বাপ্পা আর মুখ ভ্যাংচাবে না কেন বলেছিল ?

৪। নিচের কথাগুলো থেকে বেছে নিয়ে মিল দাও :
ঠাট্টা মুল্লুক গিন্নি ফক্কা আড্ডা বাচ্চা খাপ্পা চিত্ত

টপ্পা — অক্কা — গাড্ডা — সিন্নি —
সাচ্চা — গাঁট্টা — পিত্ত — উল্লুক —

ঙ-বর্ণের জোট : ২



অঙ্কে মাথা রঙ্গচারীর
থাকে এখন শ্রীলঙ্কায় ।
মঙ্গোলিয়ায় যাবার কথা
ভুল ক'রে সে শিলং যায় ।

ঙ্ + ক = ঙ্ক
ঙ্ + খ = ঙ্খ
ঙ্ + গ = ঙ্গ
ঙ্ + ঘ = ঙ্ঘ

অনুশীলনী

বানান শিখে শ্রুতলিপি লেখ :

অঙ্ক লঙ্কা শঙ্কা	ভঙ্গ তরঙ্গ জঙ্গল
ডঙ্কা পালঙ্ক	মঙ্গল রঙ্গন
শঙ্খ শৃঙ্খল	সজ্ঞ জঙ্ঘা
সঙ্গ লবঙ্গ বঙ্গদেশ	লঙ্ঘন
দঙ্গল প্রাঙ্গণ সঙ্গীত	পঙ্গপাল সঙ্ঘারাম

উত্তর দাও :

১। অঙ্ক কষতে তোমার কেমন লাগে ?

২। ঝাল লঙ্কা খেয়েছ কখনও ?

৩। সুন্দরবনের জঙ্গলে যে বাঘ পাওয়া যায় তাদের কী বলে ?

৪। পঙ্গপাল এলে ফসলের সর্বনাশ হয় কেন ?

ছড়াটি মনে করে লেখ।

দু-বর্ণের জোট : ৩

ণ্ + ট = ণ্ট   ণ্ + ড = ণ্ড

ণ্ + ঠ = ণ্ঠ   ণ্ + ম = ণ্ম

ষ্ + ণ = ষ্ণ

হ্ + ণ = হ্ণ

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়তেই পণ্ডিতমশাই রেগে টং হয়ে প্রকাণ্ড বোর্ড জুড়ে লিখলেন—

'বৈকুণ্ঠ, কৃষ্ণ আর হিরণ্ময়! কৃপা করে বেরিয়ে যাও।'

শুনে ওরা তিনজনেই তখুনি উঠে বলল, 'কেন, স্যার?'

'ছি, ছি, ছি! বিষ্ণুবাবু ভালমানুষ বলে তোমরা লঙ্কাকাণ্ড বাধাবে রোজ? ওঁর বদলে আজ আমিই তোমাদের আক্কেল সেলামী দেওয়াব।'

এই না বলে পণ্ডিতমশাই গটগট করে নিজের জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। ওঁর মুখ রাগে থমথম করছে।

বাবুরাম, সাইমন আর হাসান সামনের সারিতে বসেছিল। ওদের বুক দুরু দুরু করতে লাগল। ওরাও তো হল্লা করেছিল!

ঠিক সেই সময় হেড স্যার এসে পড়ায় একটা মজার কাণ্ড হল।

বৈকুণ্ঠরা তিনজন জোড়হাতে মাফ চেয়ে নিল। বলল, 'এবার থেকে বিষ্ণুবাবুর কাছে মন দিয়ে অঙ্ক কষবো, স্যার।'

হেড স্যার ওদের একটু বকুনি দিয়ে রেহাই দিলেন। উনি চলে যেতেই পণ্ডিতমশাই খানিকটা হাঃ হাঃ করে হেসে নিয়ে বললেন, 'খুব বাঁচোয়া যে তোমরা তাক বুঝে মাফ চেয়ে নিলে! আর একটু হলেই তো নয়ের নামতা ন'শো বার লেখাতাম।'

শুনে ওদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

অনুশীলনী

বানান শিখে শ্রুতলিপি লেখ :

কণ্টক বণ্টন ঘণ্টা কণ্ঠ লণ্ঠন কাণ্ড মুণ্ড খণ্ড গণ্ডা
পণ্ডিত প্রকাণ্ড হিরণ্ময় ষাণ্মাসিক
কৃষ্ণ তৃষ্ণা বিষ্ণু সহিষ্ণু
অপরাহ্ণ পরাহ্ণ

উত্তর লেখ :

১। বৈকুণ্ঠদের কেন পণ্ডিতমশাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন ?

২। হেড স্যার ওদের কী বললেন ?

৩। বিষ্ণুবাবু কে ?

৪। মাফ না চাইলে পণ্ডিতমশাই ওদের কী আক্কেল-সেলামী দেওয়াতেন ?

দু-বর্ণের জোট : ৪



হ্ + ন = হ্ন
গ্ + ন = গ্ন
ত্ + ন = ত্ন
ম্ + ন = ম্ন
স্ + ন = স্ন

ন্ + ত = ন্ত
ন্ + থ = ন্থ
ন্ + দ = ন্দ
ন্ + ধ = ন্ধ
ন্ + ম = ন্ম

জাহ্নবীকে পুপুরানীর ঠাকুমা খুব ভালবাসেন। উনি বলেন মেয়েটা যেন রত্ন। শুনে মা-মণি হেসে বলেন, 'ওরা হল আমার দুচোখের দুটি মণি।'

কথা ছিল মা-মণি সেদিন আহ্নিক সেরে রামায়ণের কাহিনী শোনাবেন। সীতার পাতাল-প্রবেশের কথা তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে সকলের চোখে জল এল।

পুপুরানী চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলল, 'সীতা তো কত ভাল মেয়ে ছিলেন, মাগো! উনিও তো বনবাসে রামের কত যত্ন করেছেন। তবু কেন ওঁকে অত দুঃখ দেওয়া হল? এই কি স্নেহ-ভালবাসার চিহ্ন?'

মা-মণি আঁচলে চোখ মুছে বললেন, 'বড় হও। তখন সব বুঝে নিতে পারবে।'

জাহ্নবী পুপুরানীর চোখ মুছিয়ে দিল।

আগুনকে কেউ বহ্নি বলে
কেউ বা বলে অগ্নি
বউকে কেউ পত্নী বলে
বোনকে বলে ভগ্নী।

অনুশীলনী

বানান মনে করে রাখো :

চিহ্ন আহ্নিক সায়াহ্ন ভগ্ন ভাগ্নে যত্ন রত্ন
পত্নী নিম্ন ম্লান স্নেহ জন্ম তন্ময় মৃন্ময়

বানান শিখে শ্রুতলিপি লেখ :

অন্ত বসন্ত শান্ত

পন্থা মন্থন নন্দ আকন্দ মন্দির

অন্ধ বন্ধ বন্ধু গন্ধ সন্ধান

উত্তর লেখ :

১। রামায়ণ কাহিনীর কোন জায়গাটা সব চাইতে ভাল লাগে ?

২। সীতার পাতাল-প্রবেশের সময় কী ঘটেছিল ?

দ্রষ্টব্য : ন্-ফলা দু'রকম ভাবে বসতে পারে—অন্য বর্ণের আগে (যেমন : ন্ + ত = ন্ত) ও অন্য বর্ণের পরে (যেমন : ত্ + ন = ত্ন)। দু রকম উদাহরণই এখানে দেখানো হয়েছে।

খেয়াল রেখো :

'ণ্' দিয়ে = অপরাহ্ণ পরাহ্ণ

'ন্' দিয়ে = সায়াহ্ন আহ্নিক

দু-বর্ণের জোট : ৫

ঞ্ + চ = ঞ্চ

ঞ্ + ছ = ঞ্ছ

ঞ্ + জ = ঞ্জ

ঞ্ + ঝ = ঞ্ঝ



হাটের পথ ধরে খানিকটা যাও। ঈদ্‌গা দেখতে পাবে পথের ডান দিকে। পরবের দিন হাসানরা অনেকেই ওখানে নমাজ পড়তে আসে। ওদের বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন থাকে বাড়িতে বাড়িতে! ঈদের আনন্দে গ্রাম সরগরম।

নন্দ, সঞ্জয়, রঞ্জিত এই অঞ্চলেরই ছেলে। একদিন ওরা সবাই দল বেঁধে গিয়েছিল কাছের একটা জঙ্গলে। ইব্রাহিম ধরেছিল একটা বুনো খরগোশ। সবাই বলল, 'আহা, নিরীহ

জীবটাকে ছেড়ে দে।' ইব্রাহিম ছেড়ে দিল। খরগোশটার ফুর্তি দেখে কে? ছুটতে ছুটতে বনের ধারে এসে সে দাঁড়াল। টুক টুক করে ছোট্ট লেজটা নাড়ল। তারপর ছুটে ঢুকে গেল জঙ্গলে।

এমন সময় ঝড় উঠল। ক্রমে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় পথঘাট অন্ধকার হল। নন্দ হাঁকল, 'চোখ বন্ধ করে সোজা ছুটে চল।' ওরা অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে ছুটতে লাগল। নাকে এল ধূপধুনোর গন্ধ। কাছেই মন্দির। সকলে হুড়মুড় করে আশ্রয় নিল সেখানে।

সেদিন ওদের খুব লাঞ্ছনা পেতে হয়েছিল।

বসন্তে ফুল গন্ধ ছড়ায়
কুঞ্জে কুঞ্জে শাখায় শাখায়
হাওয়ায় জাগে কী রোমাঞ্চ
আনন্দিত অলির পাখায়।

অনুশীলনী

বানান শিখে শ্রুতলিপি লেখ:

অঞ্চল সঞ্চয় বঞ্চনা
বাঞ্ছা লাঞ্ছনা বঞ্চিত
অঞ্জলি খঞ্জ রঞ্জিত
ঝঞ্ঝা পঞ্জিকা

দ্রষ্টব্য: ঞ্-যোগ করার একটা মজার উদাহরণ আছে। 'ঞ্' যদি চ-বর্গের কোনো বর্ণের আগে বসে তাহলে উচ্চারণ 'ন্' (যেমন: ঞ্ + জ = ঞ্জ)। আবার 'ঞ্' যদি 'জ্'-এর পরে বসে তাহলে হয় 'গ্যঁ' (যেমন: জ্ + ঞ = জ্ঞ)। এ থেকে 'খঞ্জ' আর 'অজ্ঞ' শব্দ দুটোর বানান ও উচ্চারণ বুঝতে পারা যায়।

দু-বর্ণের জোট : ৬



চ্ + ছ = চ্ছ   জ্ + ঝ = জ্ঝ

চ্ + ঞ = চ্ঞ   জ্ + ঞ = জ্ঞ

ত্ + থ = ত্থ

থুথ্‌থুরে বুড়ো এক
দেখলাম কালকে
লাঠি হাতে যাচ্ছেন
একা একা শালকে

নৃত্যে অগাধ জ্ঞান
যিনি বড় নর্তক,
খুকুর ইচ্ছে শেখে
তাঁর কাছে কত্থক।

অনুশীলনী

বানান শিখে লেখ :

উচ্ছে তুচ্ছ   যাচ্ঞা কুজ্ঝটিকা জ্ঞান

গুচ্ছ পুচ্ছ   আজ্ঞা বিজ্ঞ বিজ্ঞান

উত্থান কপিত্থ

বানান-বানান খেলা :

বাবুরামরা ঠিক করল আধঘণ্টা ধরে 'বানান খেলা' খেলবে। নিয়ম হল, যে যে-কথাটি বলবে সেটির বানান তাকে জানতে হবে। খেলাটা বেজায় জমল।

সাইমন : অনেকে বড়ই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বিজ্ঞভাব দেখায়।

রাবেয়া : যেমন জঙ্গলের সেই ধূর্ত কাক। ময়ূরের পুচ্ছ লাগিয়ে সে এক সময়ে মিথ্যে বড়াই করেছিল। পরে তার দর্প চূর্ণ হয়েছিল।

বাবুরাম : তাই ব'লে উচ্ছে খেলে যে যকৃৎ ভাল থাকে, এটা মিথ্যে নয়।

ডরোথি : ঠাট্টা রেখে ঐ প্রকাণ্ড বাগানটা দেখ। গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল কুঞ্জে ফুটে আছে।

হাসান : ঠাণ্ডার দিনে ও সব কুজ্ ঝটিকায় ঢেকে থাকে।

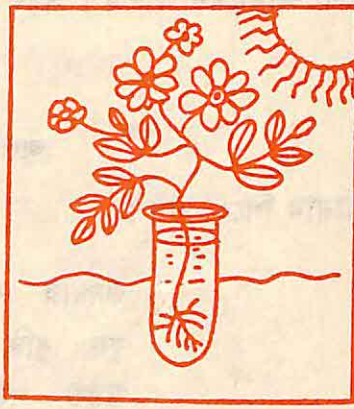
সাইমন : বিজ্ঞানের যুগে মানুষ ক্রমে ফুলের আনন্দ ভুলে যাচ্ছে।

বাবুরাম : এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের কথা উত্থাপন করা ঠিক নয়। বিজ্ঞানীরাও ফুলের মর্যাদা দেয়।

(খেলাটি খেলার সময় যেমন বানান জানা দরকার তেমনি দরকার মোটামুটি ভাবে মানে বুঝে নেওয়া। এ ধরনের নানান খেলা তৈরি করে ছেলেমেয়েরা খেলতে পারে।)

দু-বর্ণের জোট : ৭





দ্‌ + গ = দ্গ

দ্‌ + ঘ = দ্ঘ

দ্‌ + ধ = দ্ধ

দ্‌ + ভ = দ্ভ

গ্‌ + ধ = গ্ধ

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদ জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে উদ্ভিদের অনুভূতি আছে। সে সময়ে অনেকেই কথাটাকে উদ্ভট বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আজ পণ্ডিত এবং বুদ্ধিমান লোক মাত্রই জানেন যে জগদীশ বসুর এই কথা কত সত্য। জীবজগৎ বড় মজার

জায়গা। এখানে সব জীবের মধ্যে সদ্ভাব রেখে চলার কাজ ভাল ভাবে করাই মানুষের কর্তব্য।

উদ্ভিদ জগৎ জীবন্ত। একটা গাছ বীজ থেকে হয়, বাড়ে তারপর বৃদ্ধ বয়সে তার মৃত্যু হয়। সেই হিসেবে জীবজগতে ওরা আমাদের আপন। সবুজ গাছপালা আমাদের মুগ্ধ করে।

অনুশীলনী

বানান শিখে লেখ :

উদ্গার মুদ্গার উদ্ঘাটন
বৃদ্ধ বুদ্ধি শুদ্ধ উদ্ভিদ
উদ্ভট সদ্ভাব
দগ্ধ দুগ্ধ মুগ্ধ

উত্তর দাও :

১। কয়েকটি গাছের নাম লেখ।
২। গাছেরা আমাদেরই মত কেন ?
৩। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কী নতুন কথা বলেছিলেন ?
৪। উদ্ভিদ জগৎ জড় না জীবন্ত ?
৫। নিচের একেকটি কথা বেছে নিয়ে ফাঁক ভর :
উদ্গার, সদ্ভাব, প্রসিদ্ধ।

পৃথিবীর এক — শহর কলকাতা। খুব খেয়ে লোকটার — উঠেছে। ওদের মধ্যে খুব —।

দু-বর্ণের জোট : ৮



প্‌ + ট = প্ট   ক্‌ + ত = ক্ত

প্‌ + ত = প্ত   স্‌ + ত = স্ত

ক্‌ + ষ = ক্ষ   ক্‌ + স = ক্স

কালাপানিতে জাহাজ ভাসিয়ে ক্যাপ্টেন ব্রাউন চলেছেন বর্মার দিকে। চোখে দূরবীন লাগিয়ে দূরের দিকে চেয়ে আছেন। কলকাতা থেকে জাহাজ ছেড়েছে খানিকক্ষণ। আজ বড়দিন। শীত শীত হাওয়া। জাহাজের যাত্রীরা উৎসবে মেতেছে। নাবিকরাও খুব খুশি। যীশুর জয়গান গাইছে অনেকে। জাহাজের ডেকে ভোজের আয়োজন। সাজসজ্জাও হয়েছে।

হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপ্টা লাগল। কালো কালো ঢেউ ফণা তুলে লাফাতে শুরু করল। দৃশ্য দেখে ক্যাপ্টেনের মুখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। তবু বেশ দৃপ্ত ভাব নিয়ে

বললেন—'ঝড়ঝঞ্ঝার সঙ্গে লড়াই করাই হল নাবিকের জীবনের সব চাইতে বড় কাজ। শক্ত করে হাল ধর। পাল নামাও। ঝড় এলো বলে!'

চিৎকার করে ক্যাপ্টেন ব্রাউন কালাপানির তোলপাড় করা ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাহাজ ভাসিয়ে রাখলেন। যাত্রীদের নামিয়ে দিলেন কেবিনে। বড় বড় ঢেউ সব জিনিসপত্র ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অবিচল রইলেন ক্যাপ্টেন।

'আল্লা, রক্ষা কর!'
'ভগবান, বাঁচাও!'
'যীশু, দয়া কর!'

নানা দেশের যাত্রী নানাভাবে প্রার্থনা করতে লাগল।

নাবিকরা নাস্তানাবুদ। রেলিং ধরে আকাশের দিকে মুখ করে সপ্তস্বরে চেঁচাতে লাগল। নোনা জলের ঝাপ্টায় তারা কাহিল।

কেবল ক্যাপ্টেন ব্রাউন শক্ত হয়ে রইলেন। যেন পাথরের মূর্তি।

দুদিন পরে ঝড় থামল। ভোরবেলা পূবের আকাশ রক্তের মত লাল হয়ে পড়ল। সূর্য উঠছে। আর ভয় নেই।

এতক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন একটা বাক্সের ওপর ধপ করে বসে পড়লেন। লড়াইতে শেষ পর্যন্ত উনি জিতেছেন।

অনুশীলনী

নিজের কথায় বল :

ক। ভারত মহাসাগরের জল খুব গভীর বলে তা কালো দেখায়। সাধারণ লোকে তাই বলে কালাপানি।

খ। যে সব সাংঘাতিক ঝড় ভারত মহাসাগরে দেখা যায় তার মধ্যে আছে ঘূর্ণি ঝড়, তাইফুন ঝড় ইত্যাদি। বড় বড় জাহাজ এ ঝড়ে ওলোট পালোট খেয়ে তলিয়ে যায়। অনেক সময় ঝড়ের বেগে জাহাজের লোহার কাঠামো পর্যন্ত গুঁড়িয়ে যায়।

গ। সমুদ্রের জল নোন্‌তা হয়। এই জল খাওয়া যায় না। সেজন্যে যখন জাহাজ জেটি ছাড়ে তার আগে যাত্রীদের আর জাহাজের কর্মীদের জন্যে খাবার জল অনেকখানি করে নিয়ে নিতে হয়।

লেখ :

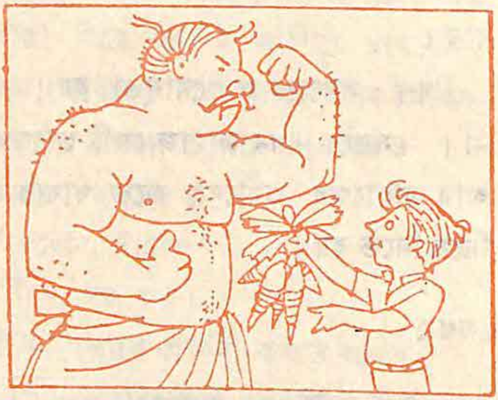
ক্যাপ্টেন ব্রাউনকে তোমার কেমন লাগল? সমুদ্রে ঝড় উঠলে ক্যাপ্টেনরা কি ভাবে সব বাঁচান, তা এ কাহিনীটা পড়ে নিজের কথায় লেখ।

বানান শিখে শ্রুতলিপি লেখ :

ঝাপটা ঝাপ্টা কিপটে কিপ্টে
ক্যাপটেন ক্যাপ্টেন চ্যাপটা চ্যাপ্টা
সপ্ত তপ্ত তৃপ্তি দীপ্তি কাপ্তান
অনন্ত দন্ত সন্তান জন্তু রক্ত শক্ত
বক্তা ভক্তি হস্ত নিস্তেজ স্তর স্তবক
ট্যাক্সি ট্যাক্স বাক্স ক্ষত পক্ষী লক্ষণ
পরীক্ষা শিক্ষক রক্ষিত ক্ষণ রক্ষা ক্ষান্ত

দু-বর্ণের জোট : ৯

ব্‌ + জ = ব্জ
ব্‌ + দ = ব্দ
ব্‌ + ধ = ব্ধ



সব্জিতে তো বুদ্ধি বাড়ে
কব্জিতে জোর হয় কি ?
অদ্ভুতুড়ে শব্দে তোমায়
দেখাচ্ছে কেউ ভয় কি ?

অনুশীলনী

বানান শেখো :

সবজি সব্জি ন্যুব্জ কুব্জ শব্দ অব্দ জব্দ
লব্ধ ক্ষুব্ধ আরব্ধ

ছড়াটি মুখস্থ কর।

দু-বর্ণের জোট : ১০



ম্ + প = ম্প   ম্ + ব = ম্ব
ম্ + ফ = ম্ফ   ম্ + ভ = ম্ভ

শীতের সবে শুরু। দাদু তো ইতিমধ্যেই গলায় কম্ফর্টার বেঁধে একটা ভোটকম্বল ধরনের জহরকোট পরেছেন।

বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছে। ভোম্বল বাবুরামদের শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে। ছেলেটা একটুও দাম্ভিক নয়। অথচ গতবার যে প্রথম হয়েছিল তার দম্ভ দেখে সকলে তাকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করেছিল। একদিন তার হম্বিতম্বি আর সহ্য করতে না পেরে ওরা সকলে ওর নামে একটা লম্বা গান তৈরি করল। তারপর সুর দিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে এমন গান আরম্ভ হল যে পাড়া একেবারে কম্পমান। বাবুরামের বাবা আপিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকে গম্ভীর গলায় বললেন, 'এ সব

লম্ফঝম্প কিসের জন্যে ?'

ছেলেরা সমবেত গলায় বলে উঠল—'একজন দাম্ভিক ছেলের জন্যে জগঝম্প সঙ্গীত হচ্ছে!'

অনুশীলনী

বানান শেখো :

কম্প	চম্পক	সম্পদ	দম্বল	হম্বিতম্বি
জগঝম্প	লম্ফ	কম্ফর্টার	দম্ভ	গম্ভীর
লম্বা	কম্বল	অম্বল	আরম্ভ	সম্ভার

উত্তর দাও :

১। দাম্ভিক হওয়া কেন ভাল নয় ?
২। কোন্ জন্তু লম্ফ দিয়ে গাছে ওঠে ?
৩। মাটি কেঁপে উঠলে কী বলা হয় ?
৪। টক অম্বল কী দিয়ে রান্না হয় ?
৫। জগঝম্প সঙ্গীত বাজিয়েছ কখন ?

দু-বর্ণের জোট : ১১

ক্ + ব = ক্ব
জ্ + ব = জ্ব
ত্ + ব = ত্ব
দ্ + ব = দ্ব

ধ্ + ব = ধ্ব
ন্ + ব = ন্ব
শ্ + ব = শ্ব
স্ + ব = স্ব
ল্ + ব = ল্ব

উড়িয়ে ধ্বজা অশ্বারোহী
সামনে স্বয়ং থাকে
দুর্গদ্বারে পৌঁছে ত্বরা
জ্বালায় মশালটাকে।

বানান শেখো :

পক্ব ক্বাথ জ্বর জ্বালা অশ্ব
ত্বক স্বত্ব দ্বয় দ্বার দ্বিজ
ধ্বনি ধ্বজা অন্বয় সমন্বিত
অশ্বত্থ স্বার্থ স্বয়ং পল্বল

উত্তর দাও :

১। কোন্ বয়সে পক্ব কেশ হয় ?
২। ক্যাপ্টেন কি স্বয়ং জাহাজ চালান ?
৩। দ্বারে যে প্রহরা দেয়, তাকে কি বলে ?
৪। ঘণ্টায় আঘাত করলে কিরকম ধ্বনি হয় ?

দু-বর্ণের জোট : ১২

ল্ + ক = ল্ক
ল্ + গ = ল্গ
ল্ + প = ল্প
ল্ + ট = ল্ট
শ্ + চ = শ্চ
শ্ + ছ = শ্ছ



লম্বায় তালগাছ
চেহারায় পল্টন
গম্ভীর মুখে হাঁটে
হাতে নিয়ে লণ্ঠন।

বানান শেখো ও শ্রুতলিপি লেখ :

কল্কে উল্কা শুল্ক	তল্পিতল্পা শিল্প
বল্কল আল্লা বল্লা	নিশ্চয় পশ্চিম
ফাল্গুন গল্প অল্প	নিশ্চল আশ্চর্য
উল্টো পল্টন	শিরশ্ছেদ

উত্তর দাও :

১। সূর্য কোন্ দিকে অস্ত যায় ?

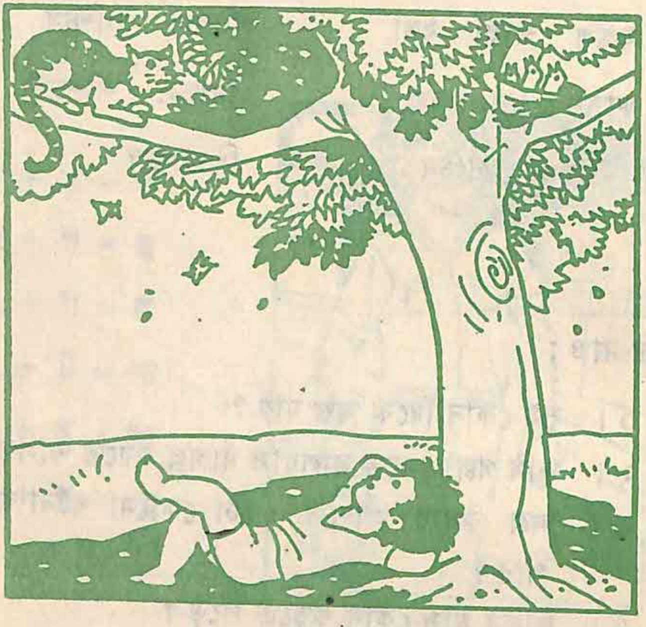
২। তুমি গল্প শুনতে ভালবাস না গল্প করতে ভালবাস ?

৩। অল্প কথায় আশ্চর্য একটা কোনো ঘটনা বলতে পার ?

৪। ফাল্গুন মাস কোন্ ঋতুতে পড়ে ?

৫। তল্পিতল্পা বেঁধে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে কেমন লাগে ?

দু-বর্ণের জোট : ১৩



ষ্‌ + ক = ষ্ক　　ষ্‌ + ঠ = ষ্ঠ

ষ্‌ + ট = ষ্ট　　ষ্‌ + প = ষ্প

ষ্‌ + ফ = ষ্ফ

কলকাতা শহরের রাস্তার দুধারে যেসব গাছ দেখা যায় তার মধ্যে বকুল গাছগুলো বড়ই সুন্দর। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, আরও অনেক রঙিন ফুলের গাছ আছে বটে, কিন্তু বকুল ফুলের মত তাদের ফুলে গন্ধ নেই। তাছাড়া বাচ্চা ছেলেমেয়েরা বকুল ফুল

খেয়েও আনন্দ পায়। বকুল গাছের ঝাঁকড়া ডাল ধরে ঝুলতেও ভারি মজা। গাছে চড়া তো আছেই। উঁচু থেকে কতদূর দেখা যায়। আর তার ছায়ায় বসে থাকলে খুব গরমের দিনের কষ্টও কমে যায়।

বকুল গাছের ছায়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে যদি ওপরের দিকে তাকাও তো অনেক কিছু আবিষ্কারও করতে পারবে। দেখবে খুব উঁচু ডালে পাখির বাসা। তাতে খুদে খুদে মিষ্টি পাখির ছানা খাবারের জন্যে কিচির মিচির করছে। হঠাৎ চোখে পড়বে দুষ্টু এক হুলোবেড়াল পাখির বাসার ধারে বসে নিষ্ঠুর কিছু করবার মতলব করছে। একটু নিচেই গাছের গুঁড়ি বেয়ে সারবন্দী পিঁপড়েদের দেখে তুমি পরিষ্কার বুঝবে গাছের কোথাও ওরা খাবারের সন্ধান পেয়েছে। ওদিকে রঙিন ওগুলো কী উড়ছে? ও যে প্রজাপতির দল। আর গাছের ওদিকে গা ঢাকা দিয়ে আছে এক কাঠবেড়ালী। অনেক সময় মাকড়সার জালও পাতা থাকে। তাতে কীটপতঙ্গ ধরা পড়ে। এই ছিল গিরগিটি। গেল কোথায়?

হঠাৎ মুখ ফেরাতেই দেখলে বাবুরামদের কুকুর মিটমিটে ল্যাজ নাড়ছে আর বেড়াল মজনতালি মিঁয়াও মিঁয়াও করে ডাকছে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখলে বাবুরামরা দল বেঁধে আসছে গাছতলায় এক্কা-দোক্কা খেলতে। পটল 'আঃ!' বলে আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'গাছেরা হল এক রকমের ঠাণ্ডা মেশিন, জানিস তো? এই গাছটার শেকড়ে গরমের দিনে দুশো লিটার জল টানে। তাতে ওর শরীরও ঠাণ্ডা হয় আর চারপাশও ঠাণ্ডা হয়।' একথা শুনে বাবুরাম ফোড়ন কাটে, 'আর গাছেরা যখন তাদের পাতায় খাবার রান্না করে

তখন তারা অক্সিজেন ছাড়ে। আর অক্সিজেন না হলে আমরা বাঁচতেই পারি না।'

পুপুরানী এক্কা-দোক্কা খেলা শুরু করে দিয়ে বলে, 'তাহলে গাছেরা হল আমাদের প্রিয় বন্ধু ?'

তখন তোমার মনে হবে ময়দানের ধারের এই বকুল গাছটা নিজেই একটা ছোট্ট শহর। কত প্রাণীই না এর ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে।

এরপর আর কখনও কি তুমি কোনো গাছকে নষ্ট করতে বা কষ্ট দিতে পারবে ? না, পারবে না।

অনুশীলনী

বানান শিখে শ্রুতলিপি লেখ :

শুষ্ক পরিষ্কার	ষষ্ঠী অনুষ্ঠান নিষ্ঠুর
কষ্ট দুষ্ট মিষ্ট	নিষ্ঠা পৃষ্ঠা নিষ্ফল
যষ্টিমধু পুষ্টিকর	পুষ্প শষ্প গোষ্পদ

উত্তর লেখ :

১। কলকাতা শহরে তুমি বকুল গাছ দেখেছ ? তার বিষয়ে কিছু লেখ।

২। তুমি কখনও নিজের হাতের গাছ পুঁতে তার যত্ন করেছ ?

৩। একটা বড় গাছকে একটা ছোটখাটো শহর বলা যায় কেন ?

৪। গাছ আমাদের কী দেয় ?

৫। শহরের কয়েকটি বড় বড় ফুলের গাছের নাম লেখ।

দু-বর্ণের জোট : ১৪

স্‌ + ক = স্ক
স্‌ + খ = স্খ
স্‌ + ট = স্ট



স্‌ + থ = স্থ
স্‌ + প = স্প
স্‌ + ফ = স্ফ

লোকটি বেজায় স্ফীতকায় যে
এবং বৃষস্কন্ধ
—চেহারায় তা স্পষ্ট।
হলে কাদায় পদস্খলন
এবং অপদস্থ
—বেচারার কী কষ্ট।

বানান শিখে শ্রুতলিপি লেখ :

পুরস্কার তিরস্কার তস্কর ভাস্কর

বয়স্ক তুরস্ক স্কুল বিস্কুট এস্কিমো

স্টেশন স্টীমার মাস্টার খ্রীস্টান

স্থল স্থূল স্থান স্থির অস্থি অপদস্থ

পরস্পর স্পষ্ট স্পন্দন স্পিরিট স্পর্শ

স্ফটিক স্ফীত আস্ফালন বিস্ফোরণ

প্রস্ফুটিত স্ফুরণ স্ফূর্তি

দু-বর্ণের জোট : ১৫



ক্ + ল = ক্ল	ম্ + ল = ম্ল
গ্ + ল = গ্ল	শ্ + ল = শ্ল
প্ + ল = প্ল	স্ + ল = স্ল
ব্ + ল = ব্ল	হ্ + ম = হ্ম
	হ্ + ল = হ্ল

পুপুরানী একবার কৃষ্ণচূড়ার ডাল জোগাড় ক'রে, মালা-চন্দন কিনে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বুদ্ধ-জয়ন্তী করবে ঠিক করল। কিন্তু বিকেল বেলা আকাশের মুখ মেঘে ম্লান হল। তারপর আকাশ চিরে চিরে বিদ্যুৎ চম্‌কাতে আরম্ভ করল। যেন মেঘের রাজ্যে বিপ্লব বেধে গেছে। সবাই বলল, পুপুরানী প্লাবনের সময় জন্মেছে বলে ওর সব কিছুতে ঝড় বৃষ্টির এই দুরন্তপনা।

এক হাঁটু জল ভেঙে বাবা বাড়ি ফিরলেন। ভিজে চুল মুছতে মুছতে বললেন, 'পুপুয়া, তোর ভাল নাম আমি এতদিনে ঠিক করেছি। বৈশাখী নামটা কেমন রে?'

পুপুরানী আহ্লাদীর মত ঠোঁট উল্টে বলল, 'বানানটা সোজা মনে হচ্ছে।'

শুনে মা-মণি, বাবা, দিদিভাই, দাদাভাই, বাবুরাম, পটল—এমন কি মজনতালি, মিটমিটে, হনুমানুষ, কাকুয়া পর্যন্ত হৈ হৈ করে উঠল। এবার দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠবে অথচ যুক্তাক্ষর শিখবে না তা কি হয়?

বাবুরাম নাক সিঁটকে বলল—'স্কুলের খাতায় পুপুরানীই তো লেখে। এখন নেহাৎ বদলাতে হলে শ্রাবন্তী রাখা চলে।'

পুপুরানী জিভ ভেঙিয়ে দাদুর কাছে শেখা একটা শ্লোক বলে উঠল, যার কোনো মাথামুণ্ডু বোঝা গেল না।

মা-মণি তো হেসেই অস্থির। বললেন, 'তাহলে তোর নাম আহ্লাদী হোক।'

শুনে কাকুয়া কা-কা করে ডেকে উড়ে গিয়ে গাছে বসল। হনুমানুষ মস্ত একলাফ মেরে পাঁচিলে গিয়ে উঠল। মজনতালি আর মিটমিটে হাততালি দিতে পারে না তাই হাঁকডাকে পাড়া মাৎ করে তুললো।

তার মানে, প্রস্তাবটা সকলের পছন্দ হয়েছে বোঝা গেল।

অনুশীলনী

১। বানান শেখো ও শ্রুতলিপি লেখ :

ক্লাস ক্লাব ক্লেশ শুক্ল ক্লীব

শ্লথ শ্লোক শ্লাঘা শ্লেষ

বিপ্লব প্লাবন প্লেন প্লাস্টিক

ব্লক ব্লটিং ব্ল্যাকবোর্ড

ম্লান অম্ল

গ্লানি গ্ল্যাণ্ড

স্লেট স্লো স্লিপ

আহ্লাদ প্রহ্লাদ

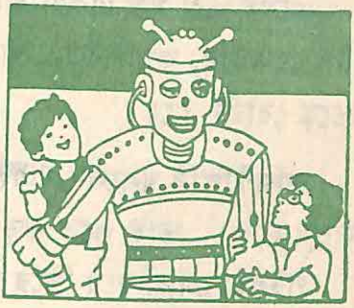
ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ

জবাব দাও :

২। পুপুরানী মেয়েটা কেমন? ওকে নিয়ে পাঁচটি বাক্য রচনা কর।

দু-বর্ণের জোট : ১৬





ক্ + ম = ক্ম	ল্ + ম = ল্ম
গ্ + ম = গ্ম	শ্ + ম = শ্ম
ঙ্ + ম = ঙ্ম	ষ্ + ম = ষ্ম
ত্ + ম = ত্ম	স্ + ম = স্ম
দ্ + ম = দ্ম	

বাবুরাম বিস্ময়ের সঙ্গে তার বাবাকে বলল, 'বাবুজী, তুমি নাকি বিদেশ থেকে কিসব যন্তরপাতি আনিয়ে একটা রোবট্ বানাবে ?'

বাবুরামের বাবুজী স্মিত হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, আমার এক আত্মীয়া থাকেন সুদূর আইসল্যাণ্ডে। তোমাদের রুক্মিণী পিসি আর তার স্বামী। কিছু দরকারি জিনিস ওঁরা পাঠালেই আমার রোবট্ আমি তৈরি করে ফেলব। বাড়ির কাজকর্ম সে-ই করবে।'

পটলরা খবর শুনে তাজ্জব। কিন্তু এ খবর পদ্মদিদির কানে গেলে কপালে দুর্গতি আছে।

গ্রীষ্মের পর সত্যিই রুক্মিণী পিসিরা এলেন। সঙ্গে এল ওঁদের ছেলে বুবু। ওর ভাল নাম বাল্মীকি রায়। এমন স্মরণশক্তি যে ওকেই রোবট্ বলে ভুল হয়।

এসেই ওঁরা মস্ত একটা কাঠের বাক্স বার করলেন। তাতে টেপ-রেকর্ডার, কম্‌পিউটর, আরও কত কী! ওগুলো জুড়ে তেড়ে রোবট্ হবে।

রুক্মিণীপিসি বললেন, 'এ রোবট্টা তৈরি হলে, ও এদেশের মানুষ হবে। তাই ওকে ঋভু বলে ডাকব।'

পটলরা গোল হয়ে ঘিরে বসেছিল। ওরা জিজ্ঞেস করল, 'ঋভু নাম কেন হবে?'

উনি বেশ খুশি হয়েই উত্তর দিলেন, 'আমাদের ঋভুর এক আত্মা ছাড়া সবই থাকবে। ভৃগুমুনির মন্তরের জোরে দক্ষযজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড থেকে যে সৈন্যরা বেরিয়ে এসেছিল তারা ছিল এক ধরনের দেবতা। এদের "ঋভু" বলা হত। ঋভু আবার ব্রহ্মার মানসপুত্র বলেও পরিচিত। তারা অনেক রকম কাজ জানত। বুঝলে? যন্তর মানুষের নাম রোবট্। কথাটা এসেছে চেকোশ্লোভাকিয়ার "রোবোতা" থেকে। এর মানে "ক্রীতদাস"। যারা বেগার খাটে শ্লাভরা তাদের বলে "রাব"। আবার অনেক সময় "রোবাৎনিক"ও বলে। স্মরণশক্তিতে রোবট্ আমাদের হার মানায়। তবে আমাদের কথামত তাকে চলতে হয়। রোবট্ তাই এত কাজের।'

এই পর্যন্ত শুনে সকলের আত্মারাম একেবারে খাঁচা ছাড়া। এমন সময় বাবুরাম এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'রুক্মিণীপিসির বাগ্মিতায় আমরা মুগ্ধ।' পদ্মদিদি আড়ালে

দাঁড়িয়ে শুনছিল। চলে যেতে যেতে ফোড়ন কেটে বলল, 'এ বাড়িতে আবার ওসব ছাইভস্ম আনা কেন ? আমার কাজ বুঝি বাবুদের পছন্দ নয়।'

শুনে সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠল।

অনুশীলনী

বানান শেখো ও লেখ :

রুক্মিণী	গুল্ম শাল্মলী
যুগ্ম বাগ্মী	রশ্মি শ্মশান শ্মশ্রু
বাঙ্ময় পরাঙ্মুখ	গ্রীষ্ম উষ্মা
আত্মা আত্মীয়	ভস্ম স্মরণ বিস্ময়
পদ্ম ছদ্ম সদ্ম	

মুখে মুখে জবাব দাও :

১। রুক্মিণীপিসি কোন্ দেশে থাকতেন ?
২। 'রোবট্' কথাটা কোথা থেকে এল ?
৩। তোমার কি রোবট্ বানাতে ইচ্ছে করে ?
৪। গ্রীষ্মকাল, পদ্ম, ছদ্মবেশ, আত্মীয়, রশ্মি—
কথাগুলো দিয়ে বাক্যরচনা কর।
৫। স্মরণশক্তি কাকে বলে ?

তিন-বর্ণের জোট : ১

ক্ + ষ্ + ণ = ক্ষ্ণ	ন্ + ত্ + র = ন্ত্র
ক্ + ষ্ + ম = ক্ষ্ম	ন্ + ত্ + ব = ন্ত্ব
ঙ্ + ক্ + ষ = ঙ্ক্ষ	ন্ + দ্ + র = ন্দ্র
জ্ + জ্ + ব = জ্জ্ব	ন্ + ধ্ + র = ন্ধ্র
ত্ + ত্ + ব = ত্ত্ব	ন্ + ধ্ + য = ন্ধ্য
ত্ + ম্ + য = ত্ম্য	ন্ + ন্ + য = ন্ন্য

১

সূক্ষ্ম বোধ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি
এ সব থাকা সত্ত্বেও
খেলা ছাড়াও সন্ধ্যা সকাল
হবে তোমায় পড়তেও।

২

অন্ধ্রে নেই বিন্ধ্য পাহাড়,
লক্ষ্ণৌতে সিন্ধ্রি,
উজ্জ্বয়িনীর লক্ষ্মী মোটেই
ছিলেন না সৈরিন্ধ্রী।

অনুশীলনী

১। বানান শেখো ও লেখ :

সূক্ষ্ম লক্ষ্মী লক্ষ্মণ — মন্ত্র যন্ত্র শাস্ত্রী
আকাঙ্ক্ষা তীক্ষ্ণ মাহাত্ম্য — সান্ত্বনা সন্ন্যাসী
উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল দৌরাত্ম্য — অন্ধ্র রন্ধ্র সিন্ধ্রি
তত্ত্ব মহত্ত্ব সত্ত্ব চন্দ্র তন্দ্রা ইন্দ্রিয় — সন্ধ্যা বিন্ধ্য বন্ধ্যা

২। বাক্য রচনা কর :

তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, দৌরাত্ম্য, যন্ত্র, সন্ধ্যা, সন্ন্যাসী।

৩। ছড়াটি মুখস্থ ক'রে বল।

তিন-বর্ণের জোট : ২

ম্ + প্ + র = ম্প্র

ম্ + ভ্ + র = ম্ভ্র

ধ্ + ব্ + র = র্ধ্ব

শ্ + ব্ + র = র্শ্ব

ষ্ + ট্ + র = ষ্ট্র

ষ্ + প্ + র = ষ্প্র

স্ + প্ + র = স্প্র

স্ + ত্ + র = স্ত্র

স্ + ক্ + র = স্ক্র

স্ + ক্ + ঋ = স্কৃ

স্ + প্ + ঋ = স্পৃ



বাবুরামের দাদাভাই ক্লাসে পড়া না পারায় পণ্ডিতমশাই জিজ্ঞেস করলেন, '"বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য" কথাটার মানে জান তো ?'

দাদাভাই বলল, 'জানি স্যার। বুদ্ধি যার বল তার।' বলে মাথা হেঁট ক'রে রইল।

তখন পণ্ডিতমশাই ওদের এক শশকের বুদ্ধির জোরে সিংহবধ করার কাহিনীটা সংস্কৃতে বললেন। ওটা পঞ্চতন্ত্রে আছে।

পণ্ডিতমশাইকে ছাত্ররা এবং পাড়ার লোকেরা সম্ভ্রম ক'রে চলে। ওদের সরস্বতী পুজোয় উনি হন পুরোহিত। পট্টবস্ত্র পরে সন্ধ্যাবেলায় যখন আরতি করেন লোকে মুগ্ধ হয়ে দেখে। পুজো-প্যাণ্ডেলে সব সম্প্রদায়ের লোক আসেন। কতরকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

হাসানের বাড়ির সকলে আসে। আলাউদ্দিন, তার বোন, মা, বাবা সবাই আসেন। সাইমন আর ডরোথি আসে। আসে পাগড়ি পরা ছেলে অমরজিৎ সিং। উৎসবে যোগ দিতে গ্রামের স্ত্রীপুরুষ দলে দলে আসেন। বাউল গান আর নাচ হয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীত, নজরুল-গীতি, দ্বিজেন্দ্র-গীতিও হয়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় সারারাত ধরে। আধুনিক গানের আসর খুব জমজমাট হয়ে ওঠে।

উৎসব শেষে পণ্ডিতমশাই আবার বলে ওঠেন—'নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলং? অর্থাৎ বুদ্ধিহীনের কী বল আছে? কথাটা মনে রেখে দিও। বুদ্ধির চর্চা কর। তার মানে—শেখো, জানো। নয়ত বুদ্ধির ধার ভোঁতা হবে। এবং একদিন সিংহের মত শশকের হাতে প্রাণ হারাতে হবে।'

অনুশীলনী

বানান শেখো ও লেখো :

সম্প্রতি কম্প্র সম্প্রদায় সম্ভ্রম সম্ভ্রান্ত

ঊর্ধ্ব পার্শ্ব রাষ্ট্র উষ্ট্র দংষ্ট্রা

দুষ্প্রবেশ অস্ত্র বস্ত্র শাস্ত্র স্ত্রী শিরস্ত্রাণ

স্পৃহা স্পৃষ্ট স্প্রিং স্প্রে পুরস্কৃত স্ক্রীন সংস্কৃত স্ক্রু

জবাব দাও :

১। সিংহ আর শশকের গল্পটা জেনে নিয়ে লেখ।

২। একটি বারোয়ারী পুজোয় কতরকম উৎসব হয় বর্ণনা কর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বাংলা ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮। অর্থাৎ ৮ই মে ১৮৬১ সালে কলকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এক সুস্থ, সবল, সুন্দর ছেলের জন্ম হল। ছেলেটির নাম হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জীবনের প্রথম কয়েকটা বছর ছোট্ট রবির স্থান হল মায়ের কোলে। কিন্তু ঠাকুর পরিবারের ছেলেরা একটু বড় হলেই চলে যেত বাড়ির বার মহলে। অন্দর মহলে থাকতেন মা, জ্যাঠাইমা, কাকিমারা আর বার মহলে বাবা, জ্যাঠামশাই, কাকা, দাদারা।

সকাল থেকে শুরু হত নানারকমের বিদ্যা-চর্চা। কুস্তি লড়া থেকে ওস্তাদের কাছে গান শেখা—সব ঘণ্টা বেঁধে হত। এত নিয়মের চাপে রবির মনটা অস্থির হয়ে পড়ত। মাস্টার

মশাইদের কড়া শাসনের চাইতে বেশি শাসন ছিল বার মহলের লোকজনদের। একজন ছিল শ্যাম বলে। ছোট্ট রবির গাছ পোঁতা বা আপন মনে ঘুরে বেড়ানো সে পছন্দ করত না।

ছোট্ট বেলা থেকেই গাছপালা, পশুপাখি, আকাশ, মেঘ সব কিছুই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রাণের জিনিস। তাই আতা খেয়ে তার বীচি লুকিয়ে রেখে পুঁতে দিতেন। লুকিয়ে জলও দিতেন।

কিন্তু যেই না কচি পাতা বেরুত আর আনন্দে রবির মনে স্পন্দন জাগত, বাজে গাছ বলে কচি আতা গাছটি ফেলে দেওয়া হত।

অথবা শ্যাম করত কী, মাঝে মাঝে খড়ি দিয়ে গণ্ডী কেটে আস্ফালন ক'রে রবিকে তার মধ্যে বসিয়ে বলত—যদি সে খড়ির গণ্ডীর বাইরে যায় তবে রামায়ণে সীতা যেমন তস্কর রাবণের হাতে শাস্তি পেয়েছিলেন তেমনি অবস্থা তারও হবে।



একটু বড় হলে বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কখনও ট্রেনে, কখনও স্টীমারে, কখনও বা ঘোড়ার গাড়িতে ভ্রমণে বেরোতেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর মা আর বাবার স্থান ছিল খুব উচুতে। বড় হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মা সারদা দেবীকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন।

ইস্কুলের পড়ায় রবীন্দ্রনাথের একেবারেই মন বসত না। চারিদিকের চাপে পড়ে মনটা তাঁর চলে গেল কবিতা লেখার

দিকে। ভাগ্নে জ্যোতিপ্রকাশের সঙ্গে মেলানো মেলানো খেলা দিয়ে তাঁর কবি জীবনের শুরু। একখানা নীল খাতা ছিল। তাতে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা হত—

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলি দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিই তাতে
হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

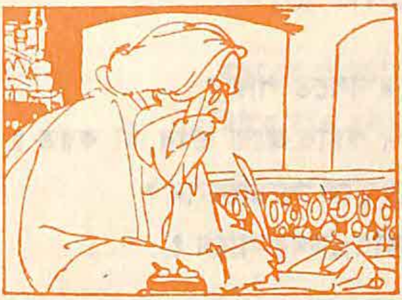
পরে এ খাতাটি হারিয়ে যায়। কী আপশোষ!

বাড়ির কড়াকড়ির জন্যেই অনেক সময় রবি ছেলেবেলায় নানারকম খেলা বার করতেন। কখনও কাঠি পুঁতে পুঁতে দেখতেন সেটাকে পৃথিবীর কেন্দ্রে পাঠান যায় কিনা। কখনও বা মাস্টারি করতেন। রেলিংগুলোকে কাঠি পেটা করতেন কিন্তু রেলিংরা চুপ করে সহ্য করত। আরও একটা খেলা ছিল রবির। খেলার কাঠের সিংহকে নিয়ে। পুজোর সময় বলি হয়। রবির এক কাঠের সিংহ ছাড়া বলি দেবার মত কিছু ছিল না। তাই সিংহবলির মন্ত্র লিখলেন—

সিঙ্গিমামা কাটুম
আন্দি বোসের বাটুম
উলুকুট ঢুলুকুট ঢ্যাম কুড় কুড়
আকরোট বাখরোট খট খট খটাস্
পট পট পটাস্।

রবীন্দ্রনাথ বড় হয়ে এই কবিতার বিষয়ে লিখেছেন: ‘এর মধ্যে প্রায় সব কথাই ধার করা, কেবল “আকরোট” কথাটা

আমার নিজের। আখরোট খেতে ভালবাসতুম। "খটাস" শব্দ থেকে বোঝা যাবে আমার খাঁড়াটা ছিল কাঠের। আর "পটাস" শব্দ বুঝিয়ে দিচ্ছে সে খাঁড়া মজবুত ছিল না।'



তারপর কত গান, কত কবিতা, কত গল্প যে লিখেছেন তার ঠিক ঠিকানা নেই। পেলেন পৃথিবীর লোকের আশীর্বাদ আর প্রশংসা। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়ে দেশের মান বাড়ালেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের বাংলা ভাষাকে এত সুন্দর ক'রে তুললেন যে সকলে ধন্য ধন্য ক'রে উঠল।

অনুশীলনী

বানান শিখে শ্রুতলিপি লেখ :

পুরস্কার নমস্কার তস্কর এস্কিমো
স্খলন
স্টেশন স্টিমার স্টল
সুস্থ অস্থি স্থির স্থান
পরস্পর স্পন্দন স্পিরিট স্প্রিং
স্ফটিক বিস্ফোরণ
আস্ফালন স্ফীত

জবাব দাও :

১। রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলার কবিতা দু'টি তোমার কেমন লাগে ?

২। কবিতা দু'টি মুখস্থ বলতে পার ?

৩। রবীন্দ্রনাথকে জব্দ করার জন্যে শ্যাম কী করত ?

৪। রবীন্দ্রনাথ কী পুরস্কার পেয়েছিলেন ?

৫। ছড়া বলতে তোমার কেমন লাগে ?

বারোমেসে

বছরের গোড়ায় জানুয়ারি
গায়ে দাও লেপ, ঠাণ্ডা ভারি।

ফেব্রুয়ারির ঘোড়ায় জিন
রয় না পুরো তিরিশ দিন।

পড়ল যেই মার্চ মাস
গরমে করি হাঁসফাঁস।

এপ্রিল থেকে মে-জুন
মাথার ওপর আগুন।

জুলাই অগাস্ট সেপ্টেম্বর
টইটম্বুর চরাচর।

অক্টোবরে আকাশ নীল
উৎসবে হয় প্রাণের মিল।

নভেম্বরে ভরলে গোলা
চড়ব আমরা নাগরদোলা।

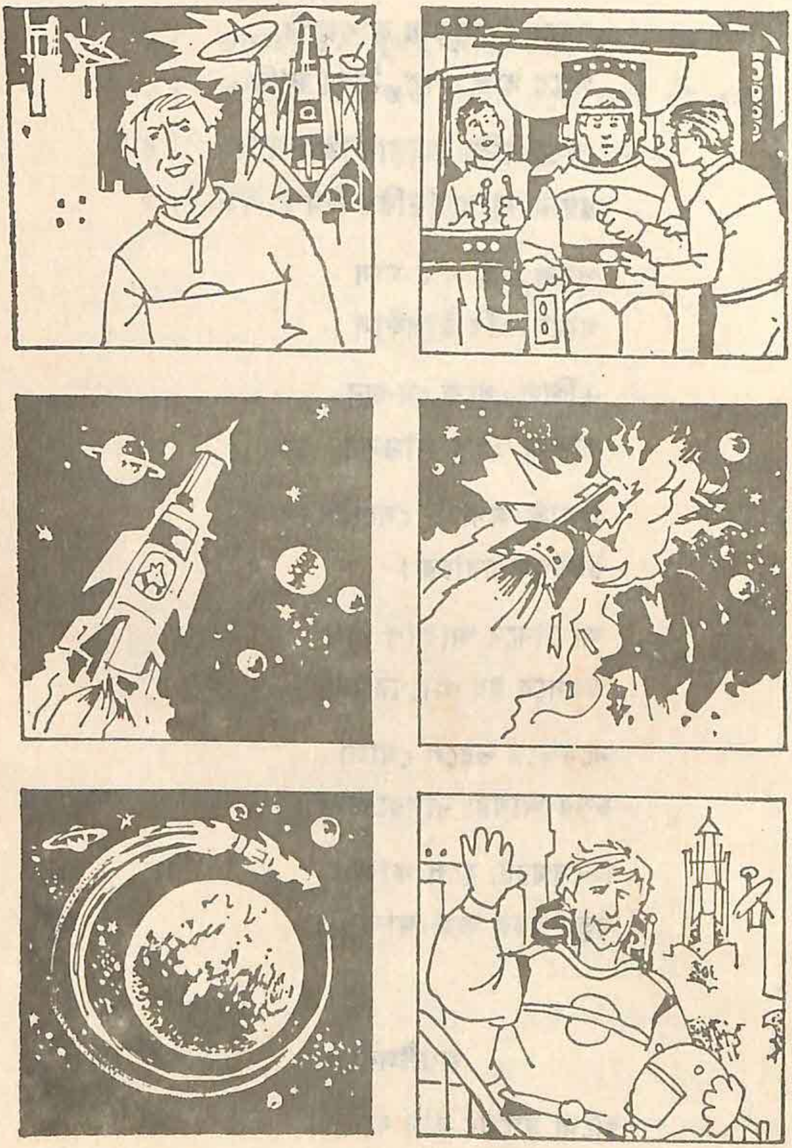
ডিসেম্বরটা হলে কাবার
নতুন বছর শুরু আবার॥

অনুশীলনী

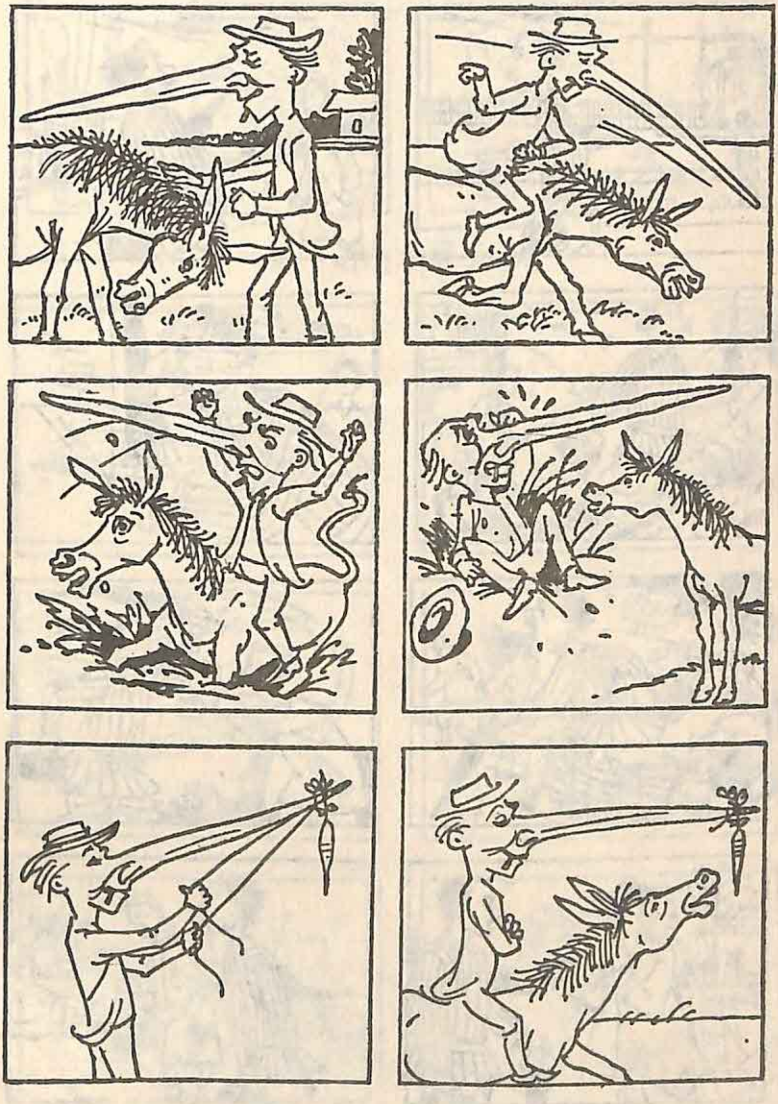
বারো মাসের নাম বলো।

ছবি দেখে রচনা কর

১. মহাকাশে মানুষ



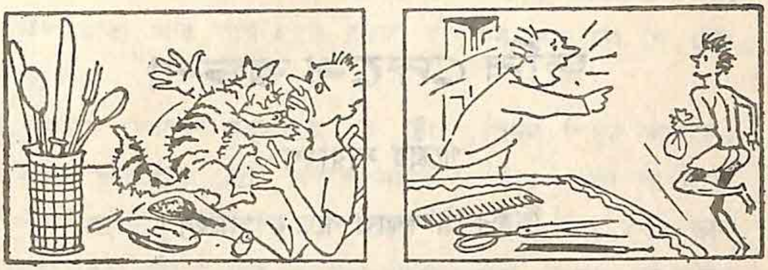
২. আষাঢ়ে গল্প



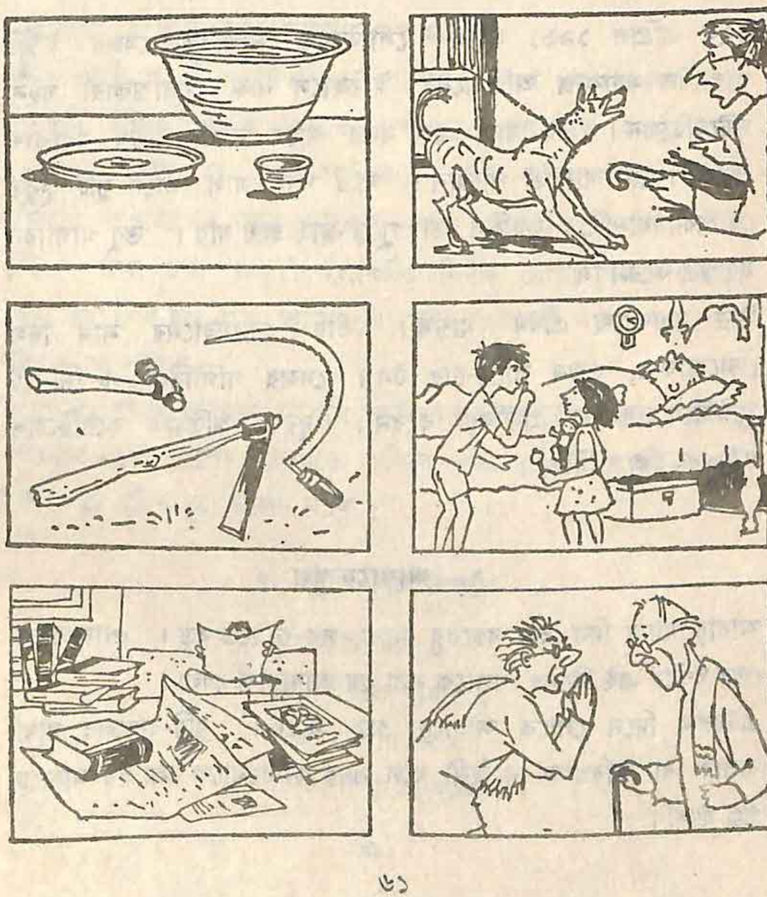
৩. ডাকাত নাকি ?



৪. ছুরি কাঁটা চামচে



৫. থালা বাটি গামলা



ছবি দেখে রচনা

গল্পের সারাংশ

[শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়ে শোনাবেন]

১. মহাকাশে মানুষ

১২ই এপ্রিল ১৯৬১ সালে সোভিয়েত নাগরিক মেজর ইউরি গাগারিন মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। এর মাত্র এক বছর আগে নকল মানুষ মহাকাশ থেকে ফিরে আসতে পারেনি। মাত্র পাঁচ মাস আগে দুটি কুকুর যে ব্যোমযানটিতে ফিরছিল তা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবু গাগারিন ইতস্তত করেন নি।

ইনি মহাকাশে প্রথম মানুষ। তাঁর ব্যোমযানের নাম ছিল ভোস্তোক-১, ওজন সাড়ে-চার টন। মেজর গাগারিন ১০৮ মিনিটে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করেন। দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন ৪১,০০০ কিলোমিটার।

২. আষাঢ়ে গল্প

আষাঢ় মাসে দিন হয় বছরের মধ্যে সব চাইতে বড়। প্রায় সাড়ে তের ঘণ্টার এই দিনের বেলাকে বলা হয়-আষাঢ়ান্ত বেলা।

এইরকম দিনে লোকে আষাঢ়ে গল্প ফাঁদে। বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে অলীক বা অবিশ্বাস্য কাহিনী বলে সময় কাটানোকে বলা হয় আষাঢ়ে গল্প ফাঁদা।

৩. ডাকাত নাকি ?

হারুবাবু স্টেশন থেকে আধ মাইল হেঁটে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু সেদিন ছাতা আর ব্যাগ হাতে রওনা হয়েছেন, মনে হল কে পেছু নিয়েছে।

আড়চোখে দেখলেন হন্‌হনিয়ে কে তাঁর পিছন পিছন আসছে। হারুবাবু ভাবলেন, চোর ডাকাত নয়তো! তাঁর রোগা পা দু'টো কাঁপতে লাগল। তিনি ছুটতে আরম্ভ করলেন। ফস্ ক'রে ডান দিকের একটা গলিতে ঢুকে পড়ে বক্সীদের বেড়া টপকে এক দৌড়ে বড় রাস্তায় পড়লেন। ওমা! সেই লোকটাও কি দুষ্টু, সেও দেখাদেখি বেপথ দিয়ে বড় রাস্তায় এসে হাজির।

আর একটু পরেই কালীবাড়ি। পড়িমরি ক'রে ঝোপজঙ্গল ভেঙে প্রাণপণ ছুটতে ছুটতে শুনতে পেলেন লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। ডাকাত না হয়ে যায় না। ঝট্ ক'রে ছাতা উঠিয়ে হারুবাবু সিংহবিক্রমে বলে উঠলেন—'তবে রে! আমি টের পাইনি বুঝি? ভাল চাস ত—।' লোকটির নিরীহ রোগা পটকা চেহারা দেখে কথা শেষ হল না। ভালমানুষ গোছের লোকটি অত্যন্ত ভয় পেয়ে থতমত খেয়ে বলল—

'স্টেশনের বাবুটি বললেন, আপনি বলরামবাবুর পাশের বাড়িতে থাকেন, আপনার সঙ্গে গেলেই ঠিকমতো পৌঁছব—তা আপনি কি বরাবর এই রকম ক'রে বেঁকে চুরে চলেন নাকি?'

৪. ছুরি কাঁটা চামচে

ছুরি কাঁটা চামচে।
বেড়াল দিল খামচে॥
চিরুনি কাঁচি নরুন।
চোর পালাচ্ছে ধরুন॥

৫. থালা বাটি গামলা

থালা বাটি গামলা
কুকুরটাকে সামলা ॥
হাতুড়ি কোদাল কাস্তে।
দাদু ঘুমুচ্ছেন আস্তে ॥
বই কাগজ ম্যাগাজিন।
ঢের হয়েছে ক্ষ্যামা দিন ॥

আরো কিছু কথা

বাংলা পাঠমালার এই দ্বিতীয় বইটি পড়ার সময় এই বইয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখতে হবে।

বইটিতে বানান শেখাতে গিয়ে প্রথমেই রেফ (́) দেখে অবাক হওয়ার কারণ নেই। 'চলন্তিকা' অভিধানের গোড়ায় বর্ণানুক্রম যেভাবে দেখানো আছে সেই ক্রম এই বইতে অনুসরণ করা হয়নি। অভিধানে বর্ণানুক্রমের ধারাবাহিকতায় আমরা অভ্যস্ত হলেও বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের বানান শেখাতে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করা হয়েছে বেশি পরিমাণে। এ ক্ষেত্রে রূপতত্ত্ব থেকে ধ্বনি-তত্ত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। র-ফলা থেকে আগে এসে থাকে রেফ (́)—এটা সহজ অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা যায়। এমন কি, য-ফলার ব্যবহারও তার পরে শেখানো উচিত। তারপর সন্তর্পণে 'দ্বিত্ব'বা ডবল বর্ণের ব্যাপারটির আভাস দিয়েই 'ঙ', 'ণ', 'ন', 'ঞ' পরপর এসেছে। এর পর দুই হরফে যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ দশটি পর্যায়ে শিখিয়ে তিন হরফে প্রবেশ করা হয়েছে। ধীরে ধীরে নানা বিষয়ে টানা-গদ্য ও ছড়ার উদাহরণে ভাষা ও রচনা সম্পর্কে ধারণা দেবার চেষ্টা হয়েছে। তারপর বানান ছাড়াই গদ্য ও পদ্য পড়ার স্বাধীন ক্ষেত্রে এসে পড়া গেছে। আর সব শেষে 'ছবি দেখে রচনা' পর্যায়ে স্বাধীন রচনা লেখার দিকে উৎসাহ দিতে সচিত্র অনুশীলনীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

এ সবই স্থির করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের বয়স ও মানসিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকার পরামর্শ নিয়ে।

বাংলা ছাপা হরফের দু-জাতীয় ছাঁদ নিয়ে 'প্রথম পাঠ'-এ আলোচনা করা হয়েছিল॥

নিজে পড়ি

দ্বিতীয় পাঠ

এই দ্বিতীয় পাঠ 'নিজে পড়ি' দ্বিতীয় শ্রেণীর উপযোগী বাংলা পাঠ্য বই (reader)। এই বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে এরই পরিপূরক 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' দ্বিতীয় ভাগ বইটি পরিকল্পিত হয়েছে, যেটি অনুশীলনী বা সহায়ক পুস্তক (workbook)। বই দু'খানি এমন-ভাবে লেখা হয়েছে যাতে গোড়া থেকেই ছেলেমেয়েরা সহজে বাংলাভাষা পড়তে ও লিখতে শেখে—ছবি ছড়া ও মজাদার নানা গল্পের সহায়তায় তারা এই ভাষা আয়ত্ত করতে উৎসাহ পায়।

এই পুস্তকমালার লেখিকা একজন অভিজ্ঞ প্রাথমিক শিক্ষিকা এবং তিনি এই স্তরের আরো অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার অভিজ্ঞতা মিলিয়ে এর পরিকল্পনা করেছেন। তার ফলে এই পুস্তকগুলি বাংলা শেখার অন্যতম প্রধান ও সর্বাধুনিক পুস্তকমালা হয়ে উঠেছে।

প্রথম শ্রেণীর আগের স্তরে, অর্থাৎ প্রস্তুতি শ্রেণীর (Preparatory) জন্য কেবল 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' [প্রাথমিকা]-সহ এই পুস্তক-মালায় প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি শ্রেণীর জন্য দু'খানি ক'রে (পাঠ্য ও অনুশীলনী) পুস্তক পরিকল্পিত হয়েছে। আকার ও আয়তন পৃথক হলেও প্রতিটি পুস্তক পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ধারাবাহিক ও ক্রমাগ্রসর (graded) পদ্ধতিতে ও নিয়ন্ত্রিত শব্দসমষ্টি (controlled vocabulary) বজায় রেখে এগুলি রচিত হয়েছে।

বাংলা যাদের দ্বিতীয় ভাষা এবং বাংলা যাদের প্রথম বা মাতৃভাষা—উভয় শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই প্রাথমিক স্তরে বাংলাভাষা শিক্ষায় একই যোগসূত্রে মিলতে পারবে এই পুস্তকমালায়।

Bandyopadhyay, Gita : NIJE PARI
[Bengali, Reader II]
ISBN 0 86125 838 X